গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
১১১-১১৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০।
www.ccie.gov.bd

গণবিজ্ঞপ্তি নং- ০৯ (২০১৫-২০১৮)/আমদানি; তারিখ: ২২/০৯/২০১৬ খ্রি:
(আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ)

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, লবণ আমদানি নিষিদ্ধ সংক্রান্ত আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ২৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫৮) স্থগিতকরণ সম্পর্কিত এস, আর, ও নং ২৮৫-আইন/২০১৬ জারির প্রেক্ষিতে আরো ১.০০ লক্ষ মেঃ টন সাধারণ (বোল্ডার) লবণ (এইচ এস হেডিং নং-২৫.০১) নিম্নলিখিত শর্তে আমদানিযোগ্য করা হইলঃ

শর্তাবলীঃ

(১) ২০১৬ সালে ভোজ্য লবণ উৎপাদনের জন্য সাধারণ (বোল্ডার) লবণ আমদানি করিতে ইচ্ছুক বিসিক এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (পূর্বের বিনিয়োগ বোর্ড) কর্তৃক নিবন্ধিত লবণ মিল মালিকগণকে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে আগামী ২৬/০৯/২০১৬ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের নবায়নকৃত আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি) ও নির্বাহী অফিসার বরাবরে ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার জামানত এবং ভোজ্য লবণ উৎপাদনের জন্য বিগত বছরের আয়োডিন উত্তোলনের প্রমাণক (১ জুলাই ২০১৫ - ৩০ জুন ২০১৬ সময়ে আয়োডিন ক্রয় বাবদ পে-অর্ডার/পে-অর্ডারের কাউন্টার পার্ট এর কপি) দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী লবণ শিল্প মালিকগণের নিজস্ব সচল রিফাইনারীর ব্যবস্থা আছে, সেই বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়/বিসিক এর প্রমাণক এবং বিগত ৬ মাস যথা মার্চ-আগস্ট, ২০১৬ মাসের লবণ মিলের বিদ্যুৎ বিলের কপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) একটি মিল একাধিক আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারবেনা, একাধিক আবেদন দাখিল করিলে সকল আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) লবণ আমদানির বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করিয়া একজন লবণ মিল মালিক সর্বোচ্চ কত মেট্রিক টন আমদানি করিতে পারিবে তাহা প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এতদসংক্রান্ত গঠিত কমিটির মাধ্যমে নির্ধারণ করিবে।

(৬) প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক অনুমতি পত্র জারির পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আমদানিকারকগণ কর্তৃক ঋণপত্র (এলসি) স্থাপন করিতে হইবে।

(৭) ঋণপত্র স্থাপনের পরবর্তী ০২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে আমদানিকারককে ঋণপত্রের কপিসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য (আইআরসি, প্রোফরমা ইনভয়েস, এলসিএ ফরম ও ঋণপত্রের কপি) প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) ঋণপত্র স্থাপনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোন প্রকার ব্যত্যয় না ঘটাইয়া লবণ জাহাজীকরণ করিতে হইবে।

(৯) প্রতিদিনকার লবণ আমদানির ঋণপত্রের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংগ্রহ করিয়া প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করিবে।

(১০) লবণ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সাধারণ (বোল্ডার) লবণ আমদানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পর ভোজ্য লবণ হিসেবে বাজারজাত সম্পন্ন করিবার প্রমাণ দাখিলের পর বিসিকের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত জামানত অবমুক্ত করা হইবে।

(১১) আবেদনকারী আবেদনপত্রের সাথে দাখিলকৃত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে যদি কোন জাল/মিথ্যা কাগজপত্র দাখিল করেন তাহা হইলে তার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং সরকারি আইন ও বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

০২। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নেবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে:

(১) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য নবায়নকৃত আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি) এর কপি;
(২) হালনাগাদ (২০১৬-২০১৭ অর্থবছর) ট্রেড লাইসেন্সের কপি;
(৩) শিল্প ও বণিক সমিতির হালনাগাদ (২০১৬-২০১৭ অর্থবছর) সদস্য সনদপত্রের কপি;
(৪) হালনাগাদ আয়কর প্রত্যয়নপত্রের (২০১৫-২০১৬ অর্থবছর) কপি;
(৫) আবেদনকারী লবণ শিল্প মালিকগণের নিজস্ব সচল রিফাইনারীর ব্যবস্থা আছে, সেই বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়/বিসিক এর প্রমাণক এবং বিগত ৬ মাস যথা মার্চ-আগস্ট, ২০১৬ মাসের লবণ মিলের বিদ্যুৎ বিলের কপি;
(৬) ভোজ্য লবণ উৎপাদনের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আয়োডিন উত্তোলনের প্রমাণক (১ জুলাই ২০১৫ - ৩০ জুন ২০১৬ সময়ে আয়োডিন ক্রয় বাবদ ব্যাংক এ টাকা জমাদানের প্রমানস্বরূপ পে-অর্ডার/পে-অর্ডারের কাউন্টার পার্ট এর কপি);
(৭) নির্বাহী অফিসার, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা বরাবরে ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার জামানত (ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার)।

22-09-2016

(নন্দন কুমার বনিক)
উপ-নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের পক্ষে, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৫২৩৭৩।
controller.chief@yahoo.com